## সূচীপত্র

# গতকাল
# আজ
# এবং আমি

# মনে পড়ে

মনে পড়ে ঘুঘু ডাকতো        ঘুঘু মানে এক ধরণের পাখি
ডেকে উঠলে বিষণ্ণতা
বিষাদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে        বিষাদ যেন জল
যে-পাত্রেই ভরে তুলবো তার আকৃতি
চোখে রাখলে চোখের
প্রাণে রাখলে প্রাণ—
প্রাণের কি ঠিক আকৃতি হয়!    প্রাণ    তাকে
যে-পাত্রেই ভরে তুলবো তার আকৃতি—
পাখির মধ্যে পাখির লতার মধ্যে লতার।

মনে পড়ে ঘুঘু ডাকলে দুপুর হতো বাগান
কোনোদিকে কেউ থাকতো না
পাতা উড়তো ছায়া কাঁপতো
বিষাদ
তাকে যে-পাত্রেই ভরে তুলবো তার আকৃতি
পাতার মধ্যে পাতার
রোদের মধ্যে রোদ
আমার মধ্যে        আমির—

## বাড়ে মানে কমতে থাকে কিছু

বয়স বাড়ে      মানে বয়স কমে যায়
বয়স মানে আয়ু মানে কিছুটা সময় একটা পরিধিতে
হেঁটে পার হওয়া চলে      দৌড়ে কিংবা—
মানে গতি বেড়ে যায়
        বাড়ে মানে কমতে থাকে কিছু
        দূরত্ব অথবা দুঃখ—
চাই না
      অথচ যারা চলে গেলে বস্তুবিশ্ব দোলে—
        এ যেন আনন্দ গেলে রিক্ত করি ডাল
        শোকপালনের জন্য
মাঠে যাই না
      কফিহাউস ছেড়ে দিই
      সঙ্গত ছাড়াই সারাদিন
            দিলরুবায় কাঁপাই মূলতান
সারাদিন
বয়স বাড়ে      সারাদিন কমতে থাকে কিছু—

## আপেক্ষিক

কিছু পুরোপুরি ঠিক নয়      নাস্তি নয়      অস্তিও না
ঘরের জানালা দিয়ে আকাশকে নীলবর্ণ দেখা
ভীষণ ব্যাধির দিকে হেঁটে যাওয়া
স্বপ্ন পরিক্রমা
            ডাইনে দৌড়োবার গতি
                        সময়ের মাপ
পৃথিবীই হেঁটে যাচ্ছে      সূর্য স্থির
অথবা সূর্যও হাঁটে ভীষণ ধ্বংসের টানে কোনাকুনি—
ঠিক আর ঠিক নয়      পরিপূর্ণ নয়
জন্মদিন থেকে আজও যেসব উৎসবে মগ্ন আছি
আমাদের রমণীরা
            তাদের বুকের মাপ
                        উরুতের ব্যাস
            লণ্ঠন ঘুরিয়ে দেখা কার মুখ কেমন—
আমাকেই ডাক দেয়
            অথবা অন্যের নামে নিজের নামের শব্দ শুনি !
কে বলেছে : আমরাই প্রত্যহ মৃত্যুর দিকে হেঁটে যাচ্ছি
মৃত্যুও তো আমাদের দিকে আসতে পারে—
                        কোনটা ঠিক !
হয়তো কোনোটাই নয়      হয়তো দুটোই      আমাদের
জন্ম সহবাস থেকে স্বপ্ন পরিক্রমা
            আমাদের
            ভীষণ ব্যাধির দিকে হেঁটে যাওয়া
            অস্তি আর চরম নাস্তিও—

## যে জানতে চায়

জানতে যে চায় তার কোনো কিছু কোথাও থামে না
অথই তৃষ্ণার দিকে মুখ
প্রজাপতি উড়ে যায়—
ঘুমুতে যাবার ঠিক আগের মুহূর্ত অবধি
মৃত্যু নিজে ছাড়া কে কে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে
ক্ষমা না চাইলেও কার প্রাণভিক্ষা দেওয়া লোভনীয়
এমনি ভাবনা দোলে
শিকড়ের মধ্যে তার ফলের আকাঙ্খা
ফল মানে বাঁচা
মানে মৃত্যু
মানে অথই তৃষ্ণার দিকে দুহাত বাড়ানো জল
প্লাবনে ডুবিয়ে রাখে—
সবচেয়ে নিজের প্রশ্ন : আছো নাকি ? থাকলেও কোথায় ! তার
গুপ্তধন বাইরে এনে দানপত্র লিখে দেয় ভিখারীরা
কোনোদিক নিজস্ব হয় না কোনোদিন
জানতে যে চায় তার
S. O. S. ফিরে আসে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে
অথই তৃষ্ণার দিকে দুহাত বাড়িয়ে থাকে জল—

## ভ্রমণ

কার জন্য অপেক্ষা করছি
কে এখানে
আসবে বলেছিল
কার জন্য রাত্রি
পরিত্যক্ত সরাইখানার
নির্জনতা
'কোথায় জাগবো' বলে চিৎকার করছে শব্দ—
রাত্রির যাজক
ঘণ্টা বাজিয়ে যায় তারা খসে
কার জন্য
যৌবনের নাম করে কৈশোর ছাড়লাম—
কেন করুণ বৃদ্ধের মুখ মনে পড়লো

বুদ্ধমন্দিরের কাছে

কে যেন আসবে বলেছিল
কার জন্য
অপেক্ষা করছি
আমি আমরা আমাদের
পুত্র
পৌত্র
প্রপৌত্র
আর তার পরে তারও পরে
বংশপরম্পরা ভুলে শুধু রক্তে
রক্তেরও ভিতরে !

## খবর

মাঝরাত্তিরে ডাকবাক্স বিলি হয় চিলেকোঠার ঘরে
বুক চেপে পরীরা ঘুরছে
জ্যোৎস্নায়
বড়ো ছায়ার উপর পা রেখে ছোট ছায়া
ছায়া বিলি হয় শ্বেতকণিকার বাড়ি—
চাক থেকে প্রাণে ফিরছে মৌমাছিরা
বারোয়ারীতলার মাঠে
এলোমেলো
শুকনো পাতার সঙ্গে উড়ে যায়
মৌচাক ভর্তি খাম—
অলিগলি পার হয়ে রাজপথ ছুটছে মাঠের দিকে
কপাল কুঁচকে স্মৃতি পড়ে বয়স
এলোমেলো
ঠিকানা আছে করতলে—
মাঝরাত্তিরে ডাঝবাক্স বিলি হয় লোহিতকণিকার বাড়ি

## মন্দির

ভাঙ্গা পুতুলের মূর্তি বহু সর্বনাম
আমি তুমি সে
ছড়িয়ে পড়েছে
এটা ওটা

কয়েকটা রঙিন হাত
পা চোখ
হৃৎপিণ্ডের অংশ কিছু
টুকরো অতীত
উরু জঙ্ঘা
ভাঙ্গা কিন্নরের
ঠোঁট

ছড়িয়ে পড়েছে
পাথর ডিঙ্গিয়ে উঠে আসা স্তনের উপর থেকে
হাত
যোনির অর্ধেক তার
পুরুষের অঙ্গ

বিভিন্ন ভঙ্গীতে
মৌন
নিজেদের ছায়া—

## তৃষ্ণা

ডুবে গেলে শুধু স্রোত গলুয়ের সঙ্গে খেলা করে
গিরিবর্ত্মে চাঁদ
মাণ্ডবীর সঙ্গে দেখা
শব্দ থেমে গেছে শুধু ধ্বনির গভীরে একা আবহমণ্ডল
শাদা ফেনা ঘাঘরা সরায় ডলফিনের
ডুবে গেলে
মৃত হাঙ্গরের দেহে ঝিনুকের চাষে মগ্ন স্রোত
তৃষ্ণা পড়ে থাকে—
পালকের মধ্যে দিন লুকিয়ে সারস উড়ে গেছে এরকম
স্মৃতি স্থলভাগ
খুঁজতে গিয়ে কেউ আর ফেরে না
ডুবে গেলে আবিশ্ব রূপক
ভাসমান স্রোতে
পিপাসার সঙ্গে দেখা হয়।

## দুর্ঘটনা

সবচেয়ে দীর্ঘায়ু মানুষ আর বেঁচে নেই
সমস্ত বাগান
অসংখ্য হাওয়ার আত্মহত্যা—
মাটির উপর দিয়ে শিকড়েরা ছুটে যাচ্ছে এলোমেলো।
ইতিহাস থেকে পাতা ওড়ে
সবচেয়ে দীর্ঘায়ু মানুষ আর বেঁচে নেই··· ।
গ্রীষ্মে ধুয়ে গেছে জনপদ
তীরবিদ্ধ পাখি আসে বুকে
হাতে হাত রেখে কারা পাথর হয়েছে
কেউ গেছে গলে
হলুদ পাতার দেহে সমর্পিত মাস
যাবে নাকি বিষণ্ণ মিছিলে ?
রোদে হাত রেখে বলো
জলে হাত রেখে বলো
নারীর শরীরে হাত রেখে বলো— ।

অথচ মিছিলে আমি যাই না কখনো— তবু
দীর্ঘজীবি কেউ মারা গেলে কিছুদিন
আমার উঠোন দিয়ে মায়াবী মিছিল যায় অসময়ে
হাত থেকে আলো ফিরিয়ে দিয়েছে প্রাণে এরকম কেউ
'যাবে নাকি ?' শব্দে ডেকে ওঠে—
বীভৎস প্রেমিক হয়ে অপরাজিতাকে ভোগ করেনি এমন
বাতাস-বাতাস
পংক্তিভোজনের জন্য কাড়াকাড়ি করেছিল যেসব শকুন
বুকের ভিতর নখ চেপে উড়ে যায়—
সমস্ত উঠোন ভর্তি অসংখ্য রঙের পাতা
কোন্‌দিক থেকে যেন উড়ে আসে

বিবর্ণ রঙের পাতা
অপঠিত ইতিহাস
ভুল সীমারেখা
আমাদের দীর্ঘতম ঋতু গ্রীষ্মকাল
কেবল খরার দিন—।
প্রত্যেকের বুকের ভিতর
বেশ্যালয়ে দরজা খোলা থাকে
মন্দিরের পাশাপাশি সমস্ত ঋতুতে দরজা খোলা
আত্মজীবনীর পাতা লাল হয়ে ওঠে রোজ সংগোপনে
আত্মজীবনীতে
কতটুকু জীবন রয়েছে ! প্রত্যেকেই
মন্দির দর্শনে যায়— অন্তত একদিন
এবং অসংখ্য দিন বেশ্যালয় থেকে ঘুরে আসে
বীভৎস প্রেমিক হয়ে অপরাজিতাকে ভোগ করে
অচেনা বাতাসে
পংক্তিভোজনের জন্য কাড়াকাড়ি
শকুনের চোখে জন্ম নেয়—
আত্মজীবনীর পাতা অসংখ্য রঙের পর লাল হয়ে ওঠে।

কিন্তু কে কে স্বীকার করেছো
আত্মজীবনীর জন্য প্রস্তুত হওনি আজও কে কে
রোদে জলে হাত রেখে বলো
তোমাদের মধ্যে কে কে একক মৈথুনে মগ্ন নও
এক বুক যন্ত্রণা নিয়েও কেন অনেকেই কাঁদতে পারছো না—।

দীর্ঘায়ু মানুষ মারা গেলে
জনশূন্য প্রান্তরে একলা আমি
হাঁটি কিছুক্ষণ— ব্যবহৃত নয় এমনি ভূমণ্ডলে
তোমার অথবা কোনো সম্রাটের নয়

তার দেহ এবং বিষাদ খুঁজে হাঁটি

সমস্ত মিছিলে একা—

অম্লবেতসের নিচে অবাঞ্ছিত শিশু

দুহাতে রোদ্দুর নিয়ে খেলা করছে দেখি

বেলুন উড়িয়ে তাকে ভুল রাস্তা দেখিয়েছে জনক জননী—

সমস্ত পৃথিবী এক মুহূর্তের শিশু হয়ে ওঠে

চারদিক

সীমারেখা মুছে-ফেলা মানচিত্র

কেবল খরার দিন

কিংবা অতিবর্ষণের—

রুগ্ন ময়ূরের দল ভিড় করে রাজপথে আমি

আবছা গলিতে হেঁটে যাই অবাঞ্ছিত

প্রপিতামহের শেষ বংশধর— আমি

কাল রাত্রে বাস্তুভিটা নীলামের পর···

জাহাজ ডুবেছে পোতাশ্রয়ে

বাতিঘরে দাঁড়িয়ে দেখলাম

চক্রবাল মাস্তলের শেষটুকু এবং জোয়ার।

তারপর থেকে একটা জানলার নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি

জানালাটা কিছুতেই শেষ

হয় না— অথচ

সবচেয়ে দীর্ঘায়ু মানুষ আর বেঁচে নেই

অলৌকিক গৃহকাতরতা ডুবে গেছে জ্যোৎস্নায়

একই কেন্দ্রে শুরু শেষ মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড নিয়ে—

আমি তার শবাধারে কাঁধ দিতে একা হেঁটে যাই

জানালার নিচ দিয়ে—

জানালাটা কিছুতেই শেষ

হচ্ছে না···

বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটি

বাগানে বাগানে রোদ।

—রোদ্দুরের জন্যই বাগান—

—বাগানের জন্যই রোদ্দুর—

আমি বলি রোদে আলোকিত

বাগান আলাদা একটা কিছু—

অসংখ্য হাওয়ার আত্মহত্যা

বিশ্বাসঘাতক ডালপালা

অম্বিষ্ট বিষাদ…

সময় না মেপে ঘণ্টা বাজে।

আমাদের দিন বড়ো তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে

কেউ বলে

আমাদের দিন বড়ো শ্লথগতি : অন্যজন—

অথচ আমার

কপালের দাগ আর কিছুতেই শুকোতে পারছি না

রোদে না

হাওয়ায় না

জলেও ধোয় না—

ক্রনোমিটারের কাঁটা খসে পড়ে ক্ষতস্থানে…।

কিন্তু কোন্ বাড়ির উঠোনে তার দেহ

মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যা

কেউ বলতে পারছে না

দিগ্‌দর্শনের যন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে আছে—

পর্যটন থেকে যতটুকু জ্ঞান আসবার কথা ছিল

আসেনি— কেবল একটা অচেনা বাড়ির চারদিকে

ঘুরছি— একটা পুরোনো বাড়ির চারদিকে

এবং যেখানে রাস্তা শেষ

ঠিক সেখান থেকেই শুরু…!

জানালাটা কি করে পেরুবো কেই বলতে পারেন ?

চিৎকার করছি

বৃত্তাকার রাস্তা কোন্ সরল রেখায় শেষ বলতে পারেন ?

সবচেয়ে দীর্ঘায়ু দেহীর শব কোথায় রয়েছে ?

শুধু ক্রনোমিটারের কাঁটা খসে সমস্ত কপাল
রক্তে ভেসে যায়
সময় না মেপে ঘণ্টা বাজে।

হলুদ পাতার ছাপ সারা দেহে একা হেঁটে যাই
অসংখ্য মিছিল চলে গেছে
দীর্ঘায়ু দিনের কথা বলাবলি করে
এবং রাত্রির কথা বলাবলি করে
দোলনার শৈশবে
অনেক রাত্তিরে গ্যাসবাতি নিবে গেলে
হাল্‌কা বাতাসের চৈত্রে
বৈশাখের মাঠে কার পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল তার কথা
বাতাসের দেহে কার বুড়ো আঙুলের ছাপ
পাওয়া যায় তার কথা—
আমি এক উঠোন খুঁজতে খুঁজতে হাঁটি
তার শব খুঁজে
যেখানে পৃথিবী শেষ সমুদ্রের শুরু
কিংবা সমুদ্রেরই শেষ পৃথিবীর শুরু—।
কে তাকে দেখেছো, বলো—
কে তার শরীর ছুঁয়ে রক্ত হয়েছিলে, বলো—
শুধু প্রতিধ্বনি ফেরে
আবহমানের প্রশ্ন
প্রশ্নাতীত কী আছে কোথায় ?
ক্রনোমিটারের কাঁটা খসে পড়ে সমস্ত কপাল রক্তে ভাসে।

মাটি খননের জন্য ভারী যন্ত্র হাতে
বিষণ্ণ মিছিল গেছে, যায়…
পদধ্বনি আর দীর্ঘশ্বাস।
অথচ তাদের কেউ জানে না কোথায় তার দেহ
শুয়ে থাকে

কোন্ উঠোনে একলা
কোন দিকে শিয়র   কখন
সমস্ত কাণ্ডের দেহে হলুদ পাতার ছাপ
সময় না মেপে ঘণ্টা বাজে।
মিছিলে যাই না তবু
কার শবাধারে যেন কাঁধ দিতে ভ্রাম্যমান—একা—
হলুদ পাতার ছাপে সমস্ত শরীর ভরে ওঠে
ক্রনোমিটারের কাঁটা খসে পড়ে সমস্ত কপাল
রক্তে ভেসে যায়।

# জল

দেখলেই তৃষ্ণার্ত হবো এমনি একটা অভ্যাস আমার
অনেকদিনের                    কোনদিকে হাত পাতবো
মনে থাকে না—
                    দূরে থাকলে ব্যথা লাগে কম
হাড়গোড় নরম রক্তমাংসের সর্বত্রও
সমান যন্ত্রণা নয়

গভীর নিচে অনেক পর্বতশৃঙ্গের মালিক তাই—
তোমাকে ধনী বলতে পারি
                              উঠোন আছে বলে
ছেলেবেলার চাঁদের মতো দৌলত—
কিন্তু বিষুবরেখার আড়ালে আমার ছায়া
বা তাপ
          ঘন হয় না
সবচেয়ে দূরের সমুদ্রে জাহাজডুবি হয় কদাচিৎ

না দেখেও তৃষ্ণার্ত হতে পারি        কিন্তু
তেমন রোদ ওঠে না একদিনও—
                    দূরে থাকলে ব্যথা লাগে কম
অথচ দেখলেই তৃষ্ণার্ত হবো এমনি একটা অভ্যাস আমার
অনেকদিনের।

## মাইলস্টোন

স্মৃতিফলকের জন্য মনোনীত করতে পারি এরকম মুখ
বেশি নেই
সবচেয়ে উজ্জ্বল দিন ক্ষুদ্রতম
সবচেয়ে উজ্জ্বল দিন পাতা ঝরবার শব্দ নিয়ে আসে
স্মৃতিফলকের জন্য
কোনো ঋতু করতল নয়
মনোনীত নক্ষত্রেরও না।

অথচ ভীষণ দ্রুত হেঁটে একটা সাঁকোর অর্ধেক
পেরিয়েছি
সাঁকো দুলে উঠতে ভালোবাসে
সমানবয়সী জল সমানবয়সী নীলাকাশ—
উজ্জ্বল রাত্রিরা ক্ষুদ্রতম। কিন্তু কতদূর
হেঁটে গেলে গোলাপ পোড়ানো ছাই উড়িয়ে দেবার মঞ্চ
ডেকে ওঠে : এদিকে আসুন !

মনোনীত করতে পারি এরকম মুখ বেশি নেই—
অর্ধেক খোঁজার পর করতলে পাতার ফসিল জমতে থাকে
অর্ধেক হাঁটার পর দুপাশের মাঠ খুব চওড়া মনে হয়
ঘুমন্ত শ্রোতার দেহ
যাত্রার আসর থেকে বাইরে আনে স্বেচ্ছাসেবকেরা—
আর কতদূর হাঁটবো ! কতোদূর
হেঁটে গেলে মুহূর্তভোলানো এক কষ্টিপাথরের মঞ্চ
ডেকে উঠবে : এদিকে আসুন !

# অজান্তে

তোমাদের বাড়ি যেতে
ট্রাম
বাস
ট্যাক্সি
কিংবা হাঁটাপথে
ঘণ্টা দুয়েক
ভিড় ঠেলে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে আবার ভিড় ঠেলে
ফাঁকা জায়গা
পেরিয়ে
মেয়েমানুষ কৃষ্ণচূড়ার গাছ তার নিচে পার্ক
পার্কের পাশ দিয়ে শাদাকে লাল      লালকে শাদা
দেখতে দেখতে তোমাদের বাড়ির রাস্তা ভুলে
ঘণ্টার পর ঘণ্টা
দিনের পর
দিন

## এই ছায়া

আমারই শরীর ফেলে ছায়া
এই
আমেরু প্রাঙ্গণে
সৌরকরোজ্জ্বল ভূমি
আমারই তো
দীর্ঘ স্বপ্নে ক্লান্ত মুখ
ভ্রষ্ট কিন্নরের
গান
স্রোতের ভিতর দ্রুত
তীব্র মানবিক
ছায়া
আমেরু প্রাঙ্গণে
এক অস্পষ্ট ভূমির মায়া
লাগানো অঞ্জন
আমারই তো চোখে
আমারই তো
মানবিক দিন মানবিক রাত্রি মানবিক
এই করতল
প্রসারিত।

# বিচ্ছিন্ন

পিতার সঙ্গে দেখা হলে বলতাম : আমার জন্মে
কোনো অধিকার ছিল না—
পুত্র মানেই তো বংশধর নয়!
সারাক্ষণ ভাগ হতে হতে দাঁড়াই একটা অবশিষ্টে
যখন গড়ে উঠছে সংসার। বলতাম
আমি আমার পুত্র হতে চাই
পৌত্র প্রপৌত্র এবং এমনি করে…
বলতাম : আমার শৈশব ছিল না কৈশোর না
হয়তো প্রৌঢ়ত্বও নয়—
জন্মাবার পর যেদিকে মাথা রাখি সেদিক যায় বদলে। অথচ
আছে রোদ
আছে জল
আছে মাটি
শব্দ বহনের বাতাস। তবে?
কেউ আমার নয় কেন!
অথচ আমি জন্মেছি অনস্বীকার্য। আমি আমার
পৌত্র হতে চাই প্রপৌত্র হতে চাই— এবং এমনি করে……

পিতার সঙ্গে দেখা হলে বলতাম : জন্মে আমার
হয়তো অধিকার ছিল না।

## হরিণ

হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ার শব্দে ফিরে যায় দূর অরণ্যে
কাঁটাবিদ্ধ নাভি থেকে গড়ায়
কস্তুরী—
ঝিনুকের মতো হাত পেতেছে দশদিক
তৃণভূমিতে নামে জলপ্রপাতের ছায়া
নামে শোক
গুহাচিত্রের মিথুন থেকে তার কিন্নর খসে পড়ে তার
শিকারীর মুখ
খসে পড়ে
ডোবে সপ্তর্ষি—
হাত থেকে বন্দুক ফেলে দিলে একটা অভিমান
'ফিরবো না' 'ফিরবো না-া -া -া -া' বলতে বলতে ফিরে যায়
একটা আহত হবার ইচ্ছা
ফিরে যায়
কাঁটাবিদ্ধ নাভি থেকে গড়িয়ে পড়ে
কস্তুরী।

## হংসধ্বনি

ওরা ঘুরে যায়                ওরা উড়ে যায়
মন্দির ঘিরে
উঠেছে পাহাড়

ওদের পাথার ঠিক নিচে নিচে
ছড়ানো শিলার
উপরেই জল—

বছরের শেষে বছর শুরুর মতো ঘোরে ফেরে
প্রাণ থেকে প্রাণে
মেরু থেকে মেরু

ওরা যায় যায় উড়ে যায় যায়
রঙ থেকে রঙে
ছায়া পড়ে থাকে

যেখানে থামছে তার চারপাশে
যেখানে উড়ছে তারও চারপাশে
খুঁজে খুঁজে খুঁজে

ওরা ঘুরে যায় ওরা উড়ে যায়
যেখানে যেখানে
মন্দির ঘিরে
উঠেছে পাহাড়।

## পুতুল

রাখছি ভাঙা তোরঙ্গে সোনার সংসার
হীরার পেটিকায় ভাঙা বিশ্বের মূর্তি
লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা
আমার খেলা
আর ফুরোয় না—
তখন
বিষুবরেখার প্রান্ত কপাল ফাটিয়ে চলে যায়
এক চোখে পড়ে অন্ধকার     অন্য চোখে
আলো
ছড়ানো মধ্যমায় ক্রান্তিরেখা
দোদুল্যমান শিলাখণ্ডে পা ঠেকিয়ে
আমি আছি—
কোথায় ?
কার জন্য এই যৌবন বার্ধক্য জরা
যৌবনের চিহ্ন কী কী ?
কোন্ শরীরে হাত রাখলে বুঝতে পারবো
এখন যৌবন
এখন বার্ধক্য
এখন জরা
আমার কোন্দিকে কে !
কোন্দিকে ভাঙ্গা তোরঙ্গ কোন্দিকে হীরের ঝাঁপি
খুঁজতে খুঁজতে খেলা
আমার খেলা
আর ফুরোয় না।

## ভুবন

যেদিকেই দেখি
তোমার পা আছে
মাটিতে
শুধু রঙীন উত্তরীয় মেলেছো এদিক-ওদিক
ভিক্ষা চাইছ কিংবা
'তুলে নাও' 'তুলে নাও' শব্দে মেলেছো করতল—
হাত ঘুরিয়ে বাতাস কাটলে ঠেকে কোনো শরীর
আছে সামনে আছে পিছনে
অনেক রাত্রে হ্যারিকেন জেলে আসে কেউ না কেউ
—ঘুমোও ঘুমোও
আমরা আছি তোমার শিউলিতলায় :

যেদিকেই দেখি
একটা শিউলিতলায় জাগছে লাল-নীল
আমার পা আছে
মাটিতে।

## প্রবাহ

যে দুর্ঘটনা মানুষের সবচেয়ে প্রিয়
তার নাম বোধহয়
জন্ম
তার দাগ পড়ে অবয়বে
তার দাগ
আমার চারপাশে
বহমান
যা জড়িয়ে দাঁড়ায় গতি গতি
যার নাম
জীবন
যেখানে মেলাতে চায় জন্মের দাগ
মানুষের সবচেয়ে প্রিয় চিহ্ন
যাকে দেয়
যুদ্ধের দিন বা শান্তির দিন
যা খুঁজতে যাই তোমার কাছে
প্রবাহ
আমার চারপাশে
বহমান—

## হ্রদ

রজনীগন্ধার পাশে ছায়া
একজন দগ্ধ যুবকের-
তার খোলা বুক চুয়ে
তৃষ্ণা ঝরে
মধ্যরাত্রে তার
পিপাসাপ্রতিম ঋণ
ঝরে পড়ে

আর কষ্টিপাথরের রথ
চলে গেলে
তৃষ্ণাবিন্দু ঠাণ্ডা হতে হতে
ঘন
হতে হতে
রজনীগন্ধার পাশে
খোলা বুক
তৃতীয় প্রহর
মিথুনরাশির
ছায়া

ভেঙ্গেচুরে নিশ্বাস প্রশ্বাস
ওঠে নামে
আর
সমস্ত গোলার্ধজোড়া নীলার দেহের মতো
নীল জলে
অসংখ্য পরীর মুখ
পদ্মের পাতায় শুয়ে
ভেসে যায়।

## পথ

সময় অফুরন্ত
আবার অফুরন্ত নয়।
দিন শেষ মানে দিনের শুরু—
যে কোনো শর্তেই
আমি আছি
যে কোনো শর্তে আমি নেইও—
আমার পথের শেষে অন্য আমি
পথের শেষে
অন্য পথ—
বিশ্বাস গড়ে উঠতে উঠতে ভেঙে যায়
ভেঙে যেতে যেতে গড়ে ওঠে
গান শেষ হয়েও শেষ হয় না
সময়
আমার পথ
এখন অফুরন্ত
আবার অফুরন্ত নয়।

## বনান্তরে

ঝিঁঝি ডাকলেও
শিশির পড়ছে        তার
                        আসা ও যাওয়ার
                              শব্দ
ভিজে-ভিজে গেছে
পদতল        তার
এখন করুণ
                        আসা ও যাওয়ার
                              শব্দ
                        শিশিরে ভিজে যায়—

সেদিক এখানে
যেদিকের হাওয়া
                        চম্পাকে ডাকে
কে যেন আসছে কে যেন যায়        এমনি
                        টুপ্‌
                        টাপ্‌
                        টুপ্‌
                              টুপ্‌টাপ্‌টুপ্‌
এখনো শিশির
পড়ছে        যেখানে
                              ভিজে-ভিজে যায়
                              পদতল        তার
                  এখন করুণ।

## বাউল

এই খোলা মাঠে জীর্ণ পাতা উড়ে যায়
কারুর আবাস
যেখানে ছিল মধ্যাহ্নে
জীর্ণ পাতার নিচে
জীর্ণ ছায়া
হাওয়ার কোলাহলে এলোমেলো
এই পথের রেখায়
ঘোরে দেশান্তরের পবন
দিগন্তে দিগন্তে যাই-ই-ই যাই-ই-ই-ই—
কোমল নিখাদে ছড়ানো দীর্ঘ মৌনী
এক ব্যর্থ নিষাদের
আবাস
জীর্ণ পাতার নিচে জীর্ণ ছায়া
চিলের শিসে হাওয়ার কোলাহলে
এলোমেলো এই খোলা মাঠ
উড়ে যায়—

## এখন সেই কাল

যার জন্য কিছুই অপেক্ষমান নেই তাকে কেন
দাঁড় করিয়ে রাখলে !
এই তো সময়
এই তো সেই কাল যখন
যুদ্ধশেষে তোমার স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের বয়ান
প্রচারিত হয় ফুলের বাগানে
আর পেকে ওঠে ফল
চড়ুয়ের কাঁধে ঘুরে বেড়ায় আকাশ—
এই তো
জড়ো হয়েছে কুটজ তোমার নামে
উঠেছে ফলক
পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে জ্যোৎস্না পড়লেই বাজবে ঘণ্টা
বিলম্বিত কানাবায়
দুলবে শুধু দুলবে
ওদের কণ্ঠ
আর জড়ো হবে অনেক কুষ্ঠরোগী
যাদের আঙুলহীন হাতের তালু
প্রার্থনার শেষে মিলিয়ে যায়
শূন্যে
এই তো সেই কাল
যার জন্য কিছুই অপেক্ষমান নেই তাকে
তোমার প্রিয় সমাধিভূমি
ফুলফলের বাগান
রাত্রি
তোমার জ্যোৎস্না
চিনিয়ে দেবার—

## মডেল

যে-ভিক্ষু তার শেষতম কৌপীন উড়িয়েছে হাওয়ায়
তার খোলা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে
ডাক দাও—
উত্তরীয় ফেলে আসে অন্ধকার
খোলা দরজার আড়ালে
তোমার বুক খোলা
উরু নগ্ন
দুহাত ভর্তি পাতাল
অক্ষাংশ নামে ভুরুতে…

তখন
কর্কটক্রান্তি বরাবর উড়ে যায় কৌপীন
গেরুয়া রঙের
অঙ্গ ডুবোনো স্রোত
স্রোতের বেগে আচ্ছন্ন সপ্তর্ষি—
আর কতো রাত! ক্রনোমিটারও বলতে পারে না
কেবল খোলা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে
উত্তরীয় ফেলে আসা অন্ধকার
তুমি
ডাক দাও—
আমার শেষতম কৌপীন উড়িয়ে দিই হাওয়ায়।

## সম্রাজ্ঞী

পুতুল তোর ঘরে আছে কিংবা তুই-ই পুতুলের ঘরে
বলা মুস্কিল—
এটাও হতে পারে ওটাও অসম্ভব না
যদি বলি : তোর মন উড়ছে
বেলুন স্থির
কিংবা আকাশ বা সমুদ্র কোনোটাই নীল নয়
তোর চোখের রঙই অমনি
তাহলেও বোধহয় ভুল হবে না।

মধ্যরাত্রে কে আগে জাগলো তুই না বাঁশি
বুঝলাম না আজও
সময়মতো কার ঘুম ভাঙ্গে
কে কাকে জাগায়—
তখনকার গন্ধটা বাতাবীলেবুর ফুল থেকেই এসেছিল
না বাতাসই ছিল ওরকম—
কেন চিৎকার করলি : হাওয়া বন্ধ ক'রে দাও
আমার অঙ্গ জ্বলছে !

পর্বতশৃঙ্গ দেখেই তোর বুক গড়ে উঠলো বিশ্বাস করি না
বরং তোর বুক দেখেই পাথর ভেবেছিলো
অমনি হবো—
বলছি তো : সমুদ্র নয় আকাশও না
তোর চোখের রঙই অমনি
কিন্তু কে কাকে চেনায়
বলা মুস্কিল।

## স্রোত

চারদিকে আবর্তিত জলের মধ্যে
কালো পাথরের উপর
আমার পা
ছুঁয়ে সে চলে যায়
আর আসবে না বলে—
রঙিন হুড়ির মতো দিন
ছত্রাকার
গড়িয়ে পড়ছে
নিচে
স্বচ্ছ আর ঘোলা
ধারা
আঙুলের ফাঁক দিয়ে নামতে নামতেই-
আবর্তিত
আর আবর্তিত হতে হতে
আমার পা
ছুঁয়ে সে চলে যায়—

## কমলালেবু গাছের ছায়ায়

আমার নারী আবার ঋতুমতী হলো
ওকে এখন কোথায় রাখবো !
শাদা তিলফুল ছেড়ে মৌমাছিরা ফিরে আসছে
ফুটছে মন্দার
সব পথ সব বিপথ নক্ষত্র মিলিয়ে
ভুতুড়ে জঙ্গলের পাশ দিয়ে ঝরনা অবধি—
ঝরনা পেরিয়ে তৃণভূমির আল
ডিঙ্গিয়ে ডাইনে বেঁকে
নক্ষত্র মিলিয়ে
কমলালেবু গাছের ছায়ায় আসবে হাওয়ার পিছু পিছু
আমি জানি আর তখন
আমার হাতে খড়্গ থাকবে না।
এদিকে ওর শরীর জোড়া বিপুল গন্ধদ্রব্যের আয়োজন
চন্দনের ক্বাথ
অগুরু
মৃগনাভির রস
গড়িয়ে পড়ছে ধারায়
নাভি ফুঁড়ে উঠেছে নিশান কম্পাসের কাঁটার মতো
চিনিয়ে দিতে দিক—
অনিবার্য যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সন্ধিপত্রের খসড়া ছ ড়া নো
এই বিশাল সামিয়ানার নিচে
আমার নারী
তোমার গচ্ছিত সম্পদ
আবার ঋতুমতী হলো—
ওকে এখন কোথায় রাখবো !

## সন্ধ্যা

দূরে যেতে যেতে এখন
মিলায়
কোথায় দূরে দূরে কোথায়
তোমার দেহ
দীর্ঘতম ছায়ার
নিচে যখন
কেঁপে উঠছে
মেষপালকের পায়ের শব্দ
শঙ্খ
করতালের ধ্বনি
মিলায় দূরে
বহুদূরে দূরে কোথায়
দূরে তোমার
শরীর
দীর্ঘতম ছায়ার
নিচে এখন
মিলায়

## গুহায়

একশো পুরুষ তাকে ঘিরে নাচলো—
একশো মুখ দুশো চোখ
কয়েকশো আঙুলে
ঝল্‌সানো মাংসের টুক্‌রো
মুখে পুরে
চিবোতে চিবোতে
কুল্‌কুচির মতো শব্দে দিশী মদ
কাঁধ পিঠ উরুর বিভিন্ন অংশে
ঢেলে তারপর
চেটে শুক্‌নো করে
অর্ধেক চিবোনো হাড় জ্বালিয়ে দুধারে
খোলা বস্তিদেশে
ছাপ
দিতে দিতে
দুশো চোখ একশো মুখ
কয়েকশো পুরুষ
মশালের প্রচণ্ড আলোয়
তাকে ঘিরে
নাচ শুধু নাচ শুধু
নাচ
নাচ
নাচ—

## না এলে

না এলে পথের মোড়ে সব আলো লাল করে রাখবো
চলে যাওয়া চলে আসার
        নিষেধ—
না এলে রেসের মাঠে ঘোড়া ছুটবে না শনিবার
দিশী মদের দোকানে ঝাঁপ ফেলে
রাস্তাঘাটের নেমপ্লেট উল্টেপাল্টে রাখবো
ধর্মঘটের ডাক দেবো কলকাতায়
দিনের পর দিন
        নিবিয়ে রাখবো শ্মশান—

এবং খর রৌদ্রে জলের কাছ থেকে তার যা কিছু প্রিয়
        কেড়ে নেবো
            গাছের কাছ থেকে গাছ
শিকড়ে ঝুলে থাকা অন্ধকারের কাছ থেকে অন্ধকার
দক্ষিণের হাওয়ায় মিশে যাবে শীত
বিষাক্ত জলে মেঘ ভর্তি করে উড়িয়ে দেবো দুই গোলার্ধে
না এলে
তোমার নাভির মধ্যে মৃগনাভি লুকিয়ে রেখে পালিয়ে যাবো
        আর ফিরবো না।

## জার্নি

এই একটা দোলনা
একটা পুতুল
বর্ণপরিচয়
লাটাই ও ঘুড়ি
লাট্টু
সহপাঠিনীর সঙ্গে এই ঘাসের উপর
ছায়া
শানাই—

ওই
একটা দোলনা
কয়েকটা পুতুল
বর্ণপরিচয়
ভিড়ের বাস কলোনীর সন্ধ্যা ক্লান্ত লণ্ঠন—
কোঁচকানো চামড়া
চন্দন শাদা ফুলের গুচ্ছ
অগুরু
একটা দোলনা
একটা পুতুল—

## সে অর্থাৎ আমি অর্থাৎ সে

লম্বা আলখাল্লার নিচে চাবুক লুকিয়ে
দেখছিল কেমন করে তার পান্নাবসানো
মুকুটের সবচেয়ে উঁচু জায়গা একটু একটু
গলে পড়ছে

শান্ত বাছুরের চোখের মতো চোখের
ভুরুর উপর হাত দিয়ে সূর্য আড়াল
করতে করতে বালুরাশির ঐক্যবোধ
এবং বিচ্ছিন্নতা অনুধাবনের সঙ্গে সঙ্গে
দেখছিল কালের মধ্যে সে মিলিত
মিলিত নয়
বিচ্ছিন্ন
বিচ্ছিন্ন নয়
মিলিত বিচ্ছিন্ন মিলিত বিচ্ছিন্ন এবং
মিলিতবিচ্ছিন্ন
মিছিল থেকে মিছিল একার মতো একা
প্রখর আলোয়
চোখমুখনাককান চিন্তা ইত্যাদি
ভিন্ন ভিন্ন রাত্রির আকাশের তারার
অনৈক্যে কিন্তু নিষ্প্রদীপ খণ্ড খণ্ড
চেনা অংশের ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান

দুপুরবেলার আকাশে
একাকার সব বিচ্ছিন্নতা লম্বা আলখাল্লার
নিচে বারুদের মতো অদৃশ্য
কিন্তু অনস্তিত্ব নয়
অনভিজ্ঞ নয় তীক্ষ্ণ হবার মুহূর্তে
আছি আছি আছি

অবেলায় মেষপালকের মতো ক্লান্ত হলেও
একদিন রাইফেল হাতে শিকার থেকে
ফেরার ইচ্ছা

একদিন

যে বাঁচবেই না তাকেও মারবার আগে
দ্বিতীয়বার টোটাগুলো খুলেছিল সে

খুলতে খুলতে দেখছিল তার

শরীরে কিছু নেই না জামা না কাপড় না
জাঙ্গিয়া বা তেমন কিছু শুধু
মাথায় টুপি পায়ে বেমাপের রঙিন জুতো
চিতাবাঘের মিল খরগোসের তাড়াখাওয়া
চেহারার সংগে হু-ব-হু

হাতে রাইফেল পায়ে চিতার

মাংসল থাবা কান খরগোসের
অদৃশ্য কিন্তু অনস্তিত্ব নয়
অনভিজ্ঞ নয় তীক্ষ্ণতর হবার মুহূর্তে
পাশে অরুন্ধতীর মতো উজ্জ্বল কিন্তু মগ্ন
নিদ্রায় তাকে ফেলে সে চলে গেছে একদিন
নিজের সমাধির জন্য একটুকরো জমি
খুঁজতে খুঁজতে লম্বা আলখাল্লার নিচে
বিংশ শতাব্দীর মানচিত্র লাল নীল
খয়েরি বাদামী নদী দেখানো কালো রেখায়
পর্বতমালার চিহ্ন বৃষ্টিপাত বা সমুদ্র থেকে
ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বুকের ঠিক পাশে লুকিয়ে
দেখছিল কেমন করে তাদের পান্নাবসানো
সবচেয়ে উঁচু জায়গার অসংখ্য মুকুট
একটু একটু গলে পড়ছে গলে গলে

পড়ছে

মাটির জন্য অভিপ্রেত আকাশ

আলোর জন্য নিকটতম অন্ধকার

প্রিয় মুহূর্তগুলো লাভার মতো শরীর বেয়ে
শব্দ থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে
আত্মপ্রকাশে অসমর্থ ধ্বনি
কী করুণ
অঞ্জলিবদ্ধ হাত আমার মুঠোয়
বিকেলবেলার পাপড়ির
শিথিল বিশ্বাস
গলে গলে
পড়ছে
অহংকার থেকে দিনশেষের মূলতান
অঞ্জলিবদ্ধ হাতে
করুণ
পর্বতমালার চিহ্ন
বুকের উচ্চতা
প্রিয় মুহূর্তগুলো।

# নিখিল, নিখিল

শাদা চুল শাদা দাড়ি গায়ের লোমও
শাদা যার     সেই বুড়োর সঙ্গে
ফিরে এলাম, নিখিল
দরজা খোল্—

আমরা ছাড়া জীবন আছে—
জীবনকে তো তুইও চিনিস
সেই যে একবার ছেলেবেলায় জলে ডুবলে বাঁচিয়েছিল
          আমাকে আর
                    তোর বান্ধবী ধরিত্রীকে—
যে-প্রসঙ্গে তুই বলতিস : আসলে ও
                    নিজেই ডুবে গিয়েছিল
আমাকে আর ধরিত্রীকে পেল বলেই বেঁচে গেছে—
সেই যে জীবন
যার সঙ্গে তোর ঝগড়া     একদিন হাতাহাতি
নিজের রক্তে বিষ দিয়েও যাকে মারবি বলেছিলি
যার জন্য তুই ভুবন নাকি অমনি একটা ছদ্মনামে
দাঁড়াতিস সেই গলির মোড়ে
যে-পথে ও ধরিত্রীদের বাড়ি যেত
সে এসেছে—
আমি আছি বুড়ো আছে
          দরজাটা খোল্, নিখিল—

## কলকাতা

তুমি সেই যুবতী যে আমার মাটির কাছে
দাঁড়িয়েছিল যে
একটা বৃত্ত পূর্ণ করবার জন্য
ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে
অসংখ্যবার.........
হাতের উপর হাত পায়ের কাছে পা
মাথা ঠেকেছে আকাশে
তুমি সেই যুবতী যে
বিদ্যুৎ নিভিয়ে মোমবাতির আলোয়
ঘুমের ওষুধ দিলে মৃত্যুর জন্য
আমি বুঝতে পেরে বমিতে ভিজিয়ে দিলাম
বালিশের মতো নরম তোমার উরু
কোলের উপর মৌচাক
আবছা অন্ধকারে চামচিকা উড়ছে ঘরময়
নাকের কাছে তুলো ধরে মিলিয়ে দেখলে শ্বাস আছে কিনা
তুমি সেই
যুবতী
যার জন্য বিদ্যুৎ নিভিয়ে যাত্রা করেছিলাম কুম্ভস্নানে
পানা পুকুর এঁদো ডোবা
ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে দৌড় দৌড় দৌড়
পিছনে পিছনে পায়ের কাছে তোমার পা
মৃত্যু
একটা বৃত্ত
ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে
আলো নিভিয়ে
ঘুমের ওষুধ তুলে দিয়েছিলাম মিশিয়ে দেবার জন্য—

## একটু বিশ্রামের জন্য

কয়েকশো মাইল কয়েকশো মাইল বিছানা খুঁজতে
শত শত মাইল
নৌকো চড়েছি
সাঁকো পেরিয়েছি
বিছানা খুঁজতে
তারপর হেঁটে
হেঁটে যেতে যেতে
ঘোড়ায় এখন
ক্লপ্ ক্লপ্ ক্লপ্
ন্যাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে দিয়ে ডাইনে
একটা প্রাসাদ কয়েকশো গ্রাম
তারপর ফাঁকা
গোচারণ ভূমি
ঘূর্ণি বাতাসে শিমুলের তুলো
আলুথালু
খড়
ধুলোয় ধুলোয়
হেঁটে যেতে যেতে হেঁটে যেতে যেতে ঘোড়ায় এখন
সন্ধ্যায় শেষ জনপদ ছেড়ে
শত শত মাইল
বিছানা খুঁজতে
শত শত মাইল শত শত মাইল—

## একবার

দরজায় এসে দাঁড়ালে আমি আমার সমস্ত দিনের সঞ্চয়
তুলে দেবো
সমস্ত দিনের পাপ পুণ্য
অভিমান
মধ্যরাত্রে উৎসর্গ করে দেবো ঘুম
শববাহকের ক্লান্তি
প্রদীপের নিচে গোল অন্ধকারের বেদনায়
একবার এসে দাঁড়ালে
আমি কেঁপে উঠবো
আমি কাঁপতে থাকবো
জেলখানার পাগলাঘন্টি মন্দিরের পাখোয়াজ আমার অভিমান
আর শববাহকের ক্লান্তি
গোল অন্ধকারের বেদনা
কেঁপে উঠবে
আমি আমার
সামনে এসে দাঁড়ালে—

## আমরা তাই

নিষিদ্ধ জিনিসে খুব লোভ হয় আমাদের      আমরা তাই
মিথ্যে বলি চুরি করি কখনো কখনো তাকে ডেকে এনে
ভীষণ বিপদে ফেলে খুশি হই
অন্যের দিঘিতে নামি
অমরত্ব চাই
আমরা রোজ
সেসব নারীর জন্য বুক পাতি      যারা আমাদের নয়
তাদের ছায়ার জন্য দগ্ধ করি বন
একাকীত্ব কেড়ে নিই মধ্যঘুমে
অজান্তে পথের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চোখে বিদ্ধ করি তীর
ময়ূরের ডানা ছিঁড়ি      কখনো বা
আত্মজের মৃতদেহ অন্ধকারে ফেলে আসি কুয়াশা জড়িয়ে
রেললাইনে থামাই গাড়ি
লুঠ হয়ে যায় কারো বাড়িফেরা—

নিষিদ্ধ জিনিসে খুব লোভ হয় আমাদের      আমরা তাই
চন্দনগাছের ডাল ভেঙ্গে ফেলি দারুণ জ্যোৎস্নায়
বনবাসে পাঠাই তোমাকে
অমরত্ব চাই
আত্মহত্যা করি—।

## অন্ধকার

১ যখন নড়বড়ে সাঁকোর উপর নির্জন পথিক ভয়ে কাঁপতে থাকে
তুমি হাত বাড়িয়ে দাও

প্রসারিত তালুতে বিকেল

নুয়ে পড়ে

যখন ভয়ার্ত পথিক ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে ধুলোয়

পথ খুঁজে পায় না

তুমি হাত বাড়িয়ে দাও

প্রসারিত বাহু ছুঁয়ে পথ
হারিয়ে যাওয়া দশ দিক
ফিরে আসে—

একদিন নড়বড়ে সাঁকোর উপর নির্জন পথিক

আমি

ভয়ে কেঁপেছিলাম

ধুলোয় গড়িয়ে পড়েছিলাম—

তুমি সারারাত আমার সমাধির জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে
ধ্যান করলে
সারারাত তোমার দুচোখ বেয়ে শিশির
গড়িয়ে পড়লো।

২ যার জন্য কেউ জেগে রইলো না তার জন্য নক্ষত্রমণ্ডলী শীতকালের কুয়াশার বর্ষার মেঘে অন্ধ ভালোবাসার এপারে রাত্রি তার চোখ খুলে ভাসিয়ে দিলো আবহাওয়ায় বায়ুমণ্ডল ডিঙ্গিয়ে যার জন্য কেউ জেগে রইলো না তার জন্য জেগে রইলো গান শেষ খেয়ার মাঝি চৈত্রের বাতাস জোনাকীর সঙ্গে আলেয়ারা ঘুরলো প্রান্তরে যার জন্য জেগে রইলো না কেউ তার জন্যই নক্ষত্রমণ্ডলী খেয়াঘাটের অন্ধকার বাড়িয়ে দিয়েছে হাত গভীর কৃতজ্ঞতায়।

## পৃথিবী থেকে পৃথিবী

মধ্যঘুমের নক্ষত্রময় আকাশ থেকে আমাকে মাটিতে নামতে দাও মাটিতে
জমাট বেঁধেছে কালো পীচ কোথাও জল কোথাও লাভা কোথাও পাহাড়
ছড়িয়ে পড়েছে বরফ প্রস্তুত রাজপথে শিঙার ফুঁৎকার
একদিকে রাজদ্রোহী অন্যদিকে রাজভক্ত সৈনিকের দল

মধ্যঘুমের নক্ষত্রময় আকাশ থেকে আমাকে নামতে দাও এখন
স্বাতী ঘুমিয়ে পড়েছে অরুন্ধতী ঘুমিয়ে পড়েছে       শূন্যপিঠ
আমার নীলরঙের ঘোড়া দীর্ঘ অশথের নিচে অপেক্ষমান
সোনালী খুর কাঁপছে পিঠের জিন

আমার সামনে মানুষের মুখ অর্ধেক আলোকিত অর্ধেক নিরালোক
এবং লোমকূপ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বিষ এবং কস্তুরী আমার পিঠে
লঘু সপ্তর্ষির ছায়া আমি মধ্যঘুমের নক্ষত্রময় আকাশ থেকে
নামছি যখন স্বাতী ঘুমিয়ে পড়েছে অরুন্ধতী ঘুমিয়ে পড়েছে
মা-র মুখ অশথতলায় জ্যোৎস্নার মতো

ভোরবেলার রক্তাক্ত সূর্যে তিনলক্ষবার পরিক্রমা শেষ করে মেফিস্টোফেলিস
ফিরে গেছে কেননা সে আমাকে তার আদেশ পালন করাতে পারেনি কেননা
যার পকেটে হাতবোমা এবং গেরিলাযুদ্ধের ইতিহাস এবং ইতিহাস
বদলে দেবার জন্য যে সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থাহীন মন্দির বা গির্জায়
যার বিশ্বাস নেই ধর্ম যার কাছে নির্বাণের সিঁড়ি নয় এবং যার
উপাস্য কিছু নেই যে ভবিষ্যতের নামে কোনোদিন মানত করবে না দরগায়
প্রাচীন বৃক্ষের নামে

দূরে অনেক দূরে এখন সমস্ত মাঠ লাল নীল হলুদ এখন বাদামী আর
শাদা ঘোড়ার খুরে কাঁপছে পায়ে চলার পথ ঘাসের মধ্য দিয়ে একদিন
ভর দুপুরে চুরি হয়ে গিয়েছিল এই সব ঘোড়া প্রাচীন আস্তাবল থেকে
দীর্ঘ যুদ্ধের পর যখন ক্লান্তি যখন ক্লান্তি

এই তো আমি আমার হাত প্রসারিত করে দিলাম এই তো আমি এখন
হাত প্রসারিত করে দিয়েছি অতীত থেকে ভবিষ্যতে ভবিষ্যৎ থেকে ভবিষ্যতে
ছুটছি বিচিত্র বর্ণের ঘোড়ায় আমার পথ থেকে সরে গেছে মেফিস্টোফেলিস
যখন স্বাতী ঘুমিয়ে পড়েছে অরুন্ধতী ঘুমিয়ে পড়েছে আমার পিঠজোড়া
লঘু সপ্তর্ষির ছায়া নিচে দীর্ঘ আলোকিত পথ অরণ্যভূমি পর্বতমালা
আবর্তিত পৃথিবী থেকে পৃথিবী পৃথিবী থেকে পৃথিবী

## আছি

তিনজন ঘরের মধ্যে একজন রাস্তায়
রাস্তার দু'ধারে গাছ
প্রাচীন পলাশ
আমি ভিন্ন ভিন্ন নামে ঘরে আছি
ঘরের ভিতরে তিন
রাস্তায় দাঁড়ানো একজন
গাছ কিংবা পাতা কিংবা জল কিংবা মাটি—
বাতাস বা মেঘ
বৃষ্টি কিংবা রোদ
তাপ
আছে যেসব বস্তুতে তার যেকোনো একজন কিংবা বহু
ঘরের ভিতরে আমি
এবং রাস্তায়
তিন কিংবা তিন লক্ষ
ভিন্ন ভিন্ন নামে
একজন
অথবা একটাই নাম সংখ্যাহীন
বাইরে বা ভিতরে—

## পথের মধ্যে

পথের ধারে প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি দরজা খোলা রেখে
প্রদীপ নিভে যায়
পথের মধ্যে প্রদীপ ভর্তি অন্ধকার সল্‌তে পোড়া গন্ধে
কাঁপতে থাকে

আমি মধ্যসমুদ্রে নোঙর তুলে ফেলি

প্রহরী চলে যায়—

দিন শেষে সমাপ্তির দিকে মুখ পথের বাঁকে
তমাল ছায়ার উত্তরীয়
বিছানো

কৈশোর পেরিয়ে যায় বয়স
তারা খসে

আমি সরে দাঁড়াই—

বাঁকে বাঁকে গতি কমে অল্পক্ষণের জন্য
আমি লাফ মেরে নামতে গিয়ে ফিরে আসি
পথ ভর্তি অন্ধকার

প্রদীপ পথ হয়ে যায় আমি
সল্‌তে পোড়া গন্ধে কাঁপতে থাকি।

## একবার আমাকে

আমাকে আমার পুত্র হতে দাও আমাকে আমার সন্তান হতে
আমি সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে মুকুট নামিয়ে রাখবো ধুলোয়
দুহাত প্রসারিত করে ভিক্ষা চাইবো কস্তুরী লাগানো রুমাল ফেলে দেবো
পথের ধারে বাঘছালের আসন পড়ে থাকবে চাইলেই বিলিয়ে দেবো
কণ্ঠহার পিতামহর দেওয়া তরবারি তার রণকৌশল একবার
আমাকে আমার জন্ম হতে দিলে আমি কার্পেট তুলে ফেলে
ঘাস বিছিয়ে দেবো রাস্তায় প্রখর গ্রীষ্মেও জলের কাছে
যাবো না একবার আমাকে আমার ভবিষ্যৎ হতে দিলে আমি
মৃত্যুর কাছে স্বপ্ন ফেরি করে আসবো রক্তমাংসের পরিপূর্ণ
নারীর আবরণ সরিয়ে বলবো দাও হৃৎপিণ্ড ভিক্ষা দাও
মৌমাছির পাখায় বেঁধে ছেড়ে দেবো ফাল্গুন চৈত্রের তিলক্ষেতে
নিশিন্দাঝোপের পাশের রাস্তায় শিমুল ফেটে তুলো উড়বে
বাঘছালের আসন পড়ে থাকবে আমার কস্তুরী লাগানো রুমাল
কণ্ঠহারের পাশাপাশি পিতামহর দেওয়া তরবারি বর্ম এবং
রণকৌশল আমি মাথা থেকে মুকুট নামিয়ে দেবো আমাকে
আমার মৃত্যুর কাছে স্বপ্ন ফেরি করে আসতে দাও—

## কাছে এসে

নিচু হও

আরো নিচু হয়ে শোনো

নির্জনের খুব কাছে ভিড়ের দারুণ শব্দে কান পেতে

আমি কী-কী শব্দে কথা বলি

কার কার গলায়—

অনেকের চেনা কিন্তু অনেকেরই চেনা নই

অনেকের চেয়ে ভিন্ন তবু প্রত্যেকের সঙ্গে আছি

ভীষণ নির্ভরশীল এবং ভীষণ স্বনির্ভর

অন্যের মতোই জন্ম স্বমেহন এবং মৃত্যুর কাছে যাওয়া

সহজ বলেই হয়তো কষ্টকর

কষ্টকর বলেও সহজ হতে পারে

কী যেন ঘুমের মধ্যে ঘটে যায়

জেগে থাকতেও মাঝে মাঝে

কথা বলছি     কিন্তু কার গলায় জানি না

কাকে খুব কাছে এনে চুমু খেতে চাই

কে ফিরিয়ে দেয় ডেকে এনে—

নিজের বুকের মধ্যে কান পাতলেও কেন বুঝতে পারি না

কোন্ রক্তপ্রবাহকে বয়ে ফিরছি

অথবা আমারই রক্ত হৃৎপিণ্ড অন্যের

আমার ডাকনাম থেকে কেন ছুটে যাই অন্য নামে

ঘর ছেড়ে কেবল অন্যত্র

কেন অনেকের মতো এবং কারুরই মতো নই !

নিচু হও     আরো নিচু হয়ে শোনো

ঠিক কোন্ শব্দে পাতা ঝরে পড়ে

বুক দোলে

সারাক্ষণ কী-কী ঘটে যায়—

## দেখা যায়নি

একসঙ্গে দেখতে চেয়েছো বলে অনেক কিছুই দেখতে পাওনি অন্তত
ভালো করে তো নয়ই অন্তত ভালো বলতে আজ অবধি যা-যা
বোঝা গেছে বা বলা হয়ে থাকে যেমন পাপের চেয়ে পুণ্য বা
লুণ্ঠনের চেয়ে দান কারুর হত্যার কারণ হওয়ার চাইতে
আত্মহত্যা থেকে ফিরিয়ে আনা তার গলার দাগে হাত বা গোলাপ
বা শাদা চন্দনের প্রলেপ লাগাতে লাগাতে হত্যা করা পাপ
সুতরাং আত্মহত্যাও অতএব আমি এখন পাপ দেখতে পেলাম
এবং পুণ্যও কেননা তাকে ফিরিয়ে এনেছি নিজস্ব ভূমিতে যেখান থেকে
সে যাত্রা করেছিল যেখান থেকে তার অতীত বর্তমানে বর্তমান
ভবিষ্যতে বা ভবিষ্যৎ বর্তমানে এবং বর্তমান অতীত থেকে অতীতে
ধাবমান সেই একটা বিন্দু যা অস্তি বা নাস্তি কিছুই নয় অথবা যা
দুই-ই হতে পারে মূর্ত এবং যার চেয়ে বিমূর্ত কিছুই নেই
দেখতে পেলাম এবং পাপ অর্থে পুণ্য নয় এমন কিছু অথচ পাপ মানে
পুণ্যের বিপরীত কিছু নয় যেমন কুৎসিতের বিপরীতেই সুন্দর নেই
নারীর বিপরীতই পুরুষ নয় বা পুরুষের বিপরীতে নারী এবং
নারী মানেই রমণীয় কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া নয় যার জন্য
অন্ধকার জেগে বসে থাকে প্রখর থেকে প্রখরতর বাঁচবার ইচ্ছা লুব্ধক
প্রতিফলিত হয় বায়ুমণ্ডলে অতএব অনেক কিছুই দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং
যা-যা দৃষ্টির বাইরে তারও ছিটেফোঁটা যেসব কারুর নয় এবং সবার
অথচ সত্যিসত্যিই কিছু দেখা গেল না অন্তত ভালো করে তো নয়ই—
না পাপ না পুণ্য লুণ্ঠন বা দান হত্যা বা হত্যা থেকে
ফিরিয়ে আনা নারী বা রমণী সকালের অপরাহ্নে মেশা শেষ খেয়ায়
মেলা থেকে ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ নদীর জলে নিজের ছায়ায়
ভেসে যেতে যেতে শেষবার তলিয়ে যাওয়া—

## অনেক মিথ্যায় অনেক সত্যে

সব অভিজ্ঞতাই আমার নয়        কিছু কিছু তোমাদেরও
আমি ধার করে রাজা সাজি মন্ত্রী হই
মাধ্যাকর্ষণের সীমা পেরিয়ে অন্য অভিকর্ষে পা রাখি—
চন্দনগাছে ভর্তি বাগানে পুচ্ছ নাচায় অন্ধকার
আমি ধার করা খাঁচায় ফাঁদ পাতি—
এবং নিষাদ হতে আমার ভালো লাগে সেদিন
তীরের ফলায় দোয়েল পাখি বিদ্ধ করে ঝুলিয়ে দিই
বায়ুর দিক নির্ণয়ের জন্য—
এদিকে ভূমিকম্প হয়        জলপ্লাবন
চন্দনগাছের বাগানে বুনোমোষের পাল
আমি বুঝতে পারি দিনের আয়ু
ঝোলানো দোয়েল
ঘুরছে
নিজের ছায়া
চারদিকের দেয়ালে—
অনেক মিথ্যায় অনেক সত্যে
সব অভিজ্ঞতাই আমার নয়
তোমাদেরও ছায়া দেখতে পাই তীরের ফলায়        ঘুরছে
বাতাসের গতি নির্ণয়ের জন্য—

## বৃষ্টি

কেবল তারাই আমার শরীরে দুহাত ডুবিয়ে
জল খেয়েছিল কেবল তারাই
মধ্যস্বপ্নে জেগে উঠেছিল—
প্রাচীন ঝরনা ঘরময় ঘর
অন্ধকার
প্রাচীন ঝরনা ধ্বনিময় ধ্বনি
আমার শরীরে দুহাত ডুবিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো
মধ্যস্বপ্নে কেবল বৃষ্টি
বাঁধ ভেঙে ফেলে নিচে নেমেছিল
পা ফেলে না ফেলে পা ফেলে না ফেলে পা ফেলে না ফেলে
মাদলে মধুতে
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্
লাল ফুল ফোটে
নীল
ফুল
ফোটে
এক পথ এক
পথে
চলে
যায়
মধ্যস্বপ্নে আমার শরীরে নামলো বৃষ্টি
জলে জলময়
দুহাত ডুবিয়ে তৃষ্ণা মিটলে
দ্রিম্
দ্রিম্
দ্রিম্

## কেউ না কেউ সঙ্গে থাকেই

কাউকেই একা পাই না     কেউ না কেউ
সঙ্গে থাকেই—
জলের সঙ্গে স্রোত হাওয়ার সঙ্গে গতি রোদের সঙ্গে তাপ
এঘর ওঘর এবাড়ি ওবাড়ি
কেউ না থাক
ছায়া থাকে
নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রশ্বাস তাপ বলতে উষ্ণতার মতো—

দেয়াল সরিয়ে দিলে চার-চারটে দিক ঘিরে ধরলো
ছাদ সরালাম তো আকাশ নিচু মেঝে উঠলো উপরে
পথে নামলে পথই সঙ্গী
পিছনে অতীত সামনে ভবিষ্যৎ
জন্মের কাছে যাই
মৃত্যু তার কাঁধ ছুঁয়ে ঠায় দাঁড়ানো
অন্ধকারের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলী সারারাত ছায়াপথে ছায়াপথে

কাউকেই আর একা পাই না
কেউ না থাক
অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীত
আমার সঙ্গে আমি তাপ বলতে উষ্ণতা
থাকবেই।

## হাওয়া দাও

ঝড়ে কাঁপবো না ভূমিকম্পে না যদি একবার হাওয়া দাও আমি—
পথে নামবো মিছিলে হাঁটবো রোদ পেলে সীমান্ত পেরিয়ে
ভিন্‌দেশে একমাত্র প্রতিনিধি আমি আমার খাঁচা খুলে উড়িয়ে দেবো
বাতাবী লেবুর ফুল ফুটছে বেড়ার পাশে জ্যোৎস্নায় সব চিঠি
বাক্সে ফেলে ফিরে আসবো সব লুকোনো চিঠি মন্দিরার শব্দ
অথই জলের গড়িয়ে নামা আমি তুলে নেবো আশ্বিন কার্তিকে
রেল লাইনের অবরোধ ছাঁটাই লকআউট ক্লোজারের বিজ্ঞপ্তি
নিজের বদলীর আদেশ হাওয়া দিলে আর কাঁপবো না মধ্যরাত্রেও
দরজা খুলে দেবো

আমি নিঃশব্দে বরফ গলিয়ে ঢেলে দেবো জল
নদীনালায় খালেবিলে ঝোপের পাশে অবেলায় আলকেউটের
ছোবল থেকে ফিরিয়ে আনবো শাদা খরগোস কাঠবিড়ালীর
গাছগাছড়া লতাপাতা দুলবে বাবুই মহুয়াতলায় ঘুমন্ত
ভালুকের লোম দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠবে ফুসফুস টেলিগ্রাম ছুটবে
বাতাবীলেবুর ফুল শাদা খরগোস কাঠবিড়ালীর গাছগাছড়া
মন্দিরার শব্দ আমি পথে নামবো মিছিলে হাঁটবো যদি
হাওয়া দাও ঝড়ে কাঁপবো না ভূমিকম্পে না—

## এই তো এখানে

এই তোমার ভুবন
দাঁড়িয়ে আছে
এখানে
এই তো পারিজাত
হাড়ের মধ্যে ঘুণ—
এখানে তোমার জন্ম মাটির বেহালায়
আভোগে
তোমার মৃত্যু
শোলার রাজচ্ছত্রে ওড়াও প্রজাপতি উড়ছে
মধু মধু ধুলো—
মানিক নিয়ে নামছো পাতালে
ফিরবে মিছিল থেকে
একা
এই তো এখানে দাঁড়িয়ে আছে
মাটিতে
তোমার ভুবন।

## কেউ একা কেউ অনেক

অনেকে অনেক কিছু পারে            কিন্তু অনেকেই
বহু কিছু কখনো পারে না—

অনেকে কখনো একা হয় না            অনেকে
সারাদিন একা থাকে
যাক সে বাজারে কিংবা খেলা দেখতে অথবা মেলায়
একা তার ঘুড়ি ওড়ে            সন্ধ্যা হয়            তার
বুকের ভিতর দীর্ঘলয়ে
ঘুঘু ডাকে—

অথচ অনেকে তার একাকীত্ব জানতেই পারে না
অজস্র হাতের শব্দ            করতালি            শুনতে পায়—
পড়ন্ত বিকেল দেখলে মনে পড়ে এই তো            এক্ষুণি
কোনো মাঠে সভা হচ্ছে            কোথাও মিছিল
কোথাও বিরাট মেলা            ঘোড়দৌড়            সার্কাস বসেছে
এবং সবার সঙ্গে হাঁটা তার
ঘুমের মধ্যেও
আছি তোমাদেরই সঙ্গে            এমনি শব্দ ওঠে—

অনেকে অনেক কিছু জানে            কিন্তু অনেকেই
বুকের ভিতরে রোজ ঘুঘু ডাকছে জানতেও পারে না
অথবা যে হেঁটে যাচ্ছে অনেকেরই সঙ্গে সারাক্ষণ—

# দিগন্ত

আস্তাবলের শানবাঁধানো চত্বর পেরোলেই মাঠ পেরোলেই পাহাড়
ডিঙিয়ে ওপাশে তৃণভূমি পেরিয়ে গেলেও

দিগন্ত সরে যায় দিগন্ত মানে যেখানে আকাশ মেশে মাটিতে
কিংবা নদীতে কিংবা অজানা গ্রামের মধ্যে যেখানে আমি
বরাবর গিয়ে দেখেছি আকাশ নেমেছে পরের গাঁয়ে কিংবা
অমনি কোনোকিছুতে যা আমার নাগালে নেই

আর নাগালে না থাকা সেই অস্তির জন্য যখনই আস্তাবলের
শান বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে পাহাড়ে গেছি পাহাড় আমাকে
পাঠিয়েছে তৃণভূমির কাছে তৃণভূমি নদীর কাছে নদী সানন্দে
পার করে দিয়েছে স্রোত তারপর আবার

ঘোড়া থামলে মাঠ পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে তৃণভূমি থেকে তৃণভূমি
পেরিয়ে গেলেও আকাশ নেমেছে আমার যাত্রাপথের সামনে
পিছনে এবং ডাইনে বাঁয়ে নানান বস্তুতে বস্তুহীনতায়
অতীত থেকে দীর্ঘ ভবিষ্যতে দূর-দূরান্তে স্থির শুয়ে পড়েছে
ভিতরে বাইরে চারদিকে যখন আমি স্থির এবং আমার গতির সঙ্গে
ঠিক সমান গতিতে চলমান—

## একসময়

এই মুহূর্তে আর কিছুই দেখা যায় না
শুধু রাত্রি
কিছুই শোনা যায় না
কেবল শেষ গাড়ির শব্দ
এই মুহূর্তে আর কিছু ভাববার নেই
শুধু নিরাকার
ঘুম
ঘুমের মধ্যে
স্বপ্ন
দুঃস্বপ্নের
এবড়োখেবড়ো পথ
ধাবিত শূন্যে
যাদুকরের দড়ি
এই মুহূর্তে
দড়ি বেয়ে ওঠানামা
কেবল উঠছি উঠছি উঠছি
একসময়
শুধু নামছি
নামছি
নামছি
একসময়
স্থির
তখন রাত্রি নেই
শেষ গাড়ির শব্দ নেই
এবড়োখেবড়ো পথ
নেই
যাদুকরের দড়ি
নেই—

তখন চারদিক অন্ধকার ( না, আলোকিত )
তখন ভ্রূণের মধ্যে অনড় ( শুধু হৃৎপিণ্ড ছাড়া )—
আছে দৃশ্য
দেখতে পাচ্ছি না
আছে শব্দ
শোনা যায় না
আছে চিন্তা
ভাবছি না
তখন ধ্রুবতারার মতো স্থির কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে আবর্তিত—
আমি আছি
আমি নেই—

# আমরণ অশ্বারোহী

না এজন্য নয় যে সুখ আছে কিংবা এজন্য নয় যে আমরা
অনেক কাছাকাছি কোনো ভালোলাগার কিংবা দুঃখে আমরা
কাঁদি অথবা কাঁদাই

না এজন্য নয় যে রত্ন আমার কাছে বসেছে অথবা আমিই
রত্নকে আমার কাছে বসতে দিয়েছি যখন রত্ন বলতে ওরা
দামী হীরকখণ্ড বা সবুজ পান্নার টুক্‌রো টাক্‌রার বাইরে
কিছু বুঝতে চায় না

অথচ তার মধ্যে বোঝার কিছু নেই দেখার মতোও তেমন কিছু
দেখা যায় না যার প্রায় সবটাই প্রাণের কাছে প্রাণ গভীরতম
অনুভবের মতো যেন রোদকে প্রত্যক্ষ করা নিজের চামড়ায়
অঙ্গার ঠেকিয়ে অস্তিত্বের কাছে বেঁচে থাকা-না-থাকার
সমর্থন যাচাই করা

আমি বেঁচে আছি এবং নেইও যেমন সুখ আছে এবং নেইও যেমন
দুঃখ এবং ভালোবাসা হীরকখণ্ড দামী এবং দামী নয় আমরা
কাঁদি এবং কাঁদাই গভীর ঘুমেও জেগে থাকি একটুক্‌রো
হৃৎপিণ্ডের উষ্ণতায় অন্তত গভীর অনুভবে যখন
তীব্র ব্যথায় স্থির এবং উদ্বেলিত নক্ষত্রমালায় তুলনীয়
একই বিশ্বের কাছাকাছি অনেক দূরত্বে

সুখের জন্যও নয় দুঃখের জন্যও নয় এমনিই পরস্পর আমি
এবং আমরা বিপরীত মেরুতে ভিন্ন ভিন্ন জলহাওয়ায় নিয়ত
আবাসিক একই জলহাওয়ার সংখ্যাহীন অধিবাসী প্রান্তরের শেষে
অবেলায় ত্যক্ত মন্দিরের যেপাশে ছায়া সেখানে মেলার পর
মেলা শুরু হওয়ার আগে একই বিশ্বে অনেক পৃথিবীতে
ভ্রমণরত পর্যটক আমরণ অশ্বারোহী নিজের বুক কাঁপিয়ে
কখনো ধাবমান কখনো নিজের ছায়ায় বিশ্রামরত—

## বাঁচি

ছায়ার জন্য গাছকে গাছ বলেছি গাছের জন্য ছায়াকে        ছায়া

আমি ছায়ার মধ্যে খুন করেছিলাম প্রেমিক হবার জন্য—

দুঃখের দিকে হাত শুক উড়লো এলোমেলো হাওয়ায়

ছায়ার মধ্যে গাছ গাছের মধ্যে ছায়া

খুন করেছিলাম বলেই প্রেমিক        অথবা

প্রেমিক বলেই খুন করেছিলাম—

এবং কোনো পাওয়াই তো নিছক পাওয়া নয়

কোনোকিছুর বিনিময়ে        কিছু

আমি সাত লক্ষ বার অসুস্থ হয়েছি একটু স্বাস্থ্যের জন্য

দিনের জন্য রাত্রি বিলিয়ে দিয়েছিলাম রাত্রির জন্য দিন

ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছি ঘুমের নামে—

স্রোতের জন্য জল এবং জলের জন্য স্রোত

বাঁচার নামে উৎসর্গ করলাম আয়ু

আমি আমার জন্য আমাকে রোজ

বিলিয়ে দিই—

---